



175339 - ইসলাম ধর্ম সঠিকি হওয়ার পক্ষে প্রমাণাদি

প্রশ্ন

আমি একজন প্রকৃত মুসলমি হতে চাই। তাই আমি এ প্রশ্নটি করছি: ইসলাম মানার আবশ্যকতা কি? অন্য কথায়: ধরুন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় ছলাম। আমি শুনছি যে, তিনি এই ধর্মে দকি ডাকছেন। কোন জনিসি আমাকে ধাবতি করবে যে, আমি তাঁকে রাসূল হিসেবে বশ্বাস করব এবং তিনি যে কতিব ও সুন্যাহ নিয়ে প্রেরেতি হয়েছে সেটোতে বশ্বাস করব? অনুরূপভাবে আমি কুরআনরে এই চ্যালএঞ্জটি বুঝতে পারছি না: “তবে তারা অনুরূপ বাণী রচনা করুক; যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে...”। আমি যা বুঝি তা হল: কটে যদি কোন এক শাস্ত্রে কোন একটি বই লখে সেটি একই শাস্ত্ররে অন্য একটি বইয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে থাকে; যদিও খুঁটিনাটি কিছু বিষয় ভিন্ন হোক না কেন। সুতরাং কুরআনরে চ্যালএঞ্জরে ঘটকতকিতা কি? কোন মুসলমিরে পক্ষ থেকে এমন প্রশ্ন হয়তো কিছুটা অদ্ভুত মনে হতে পারে; কিন্তু আল্লাহই আমার নয়িত সম্পর্কে সম্যক অবগত।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইসলাম ধর্ম সঠিকি হওয়া ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার পক্ষে দলিল-প্রমাণ অনেক। এই প্রমাণগুলো একজন নরপক্ষে ও একনষ্টিভাবে সত্যানুসন্ধী ববিকে-বুদ্ধসিম্পন্ন ন্যায়বাদী মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। এ সংক্রান্ত কিছু দলিল নমিনে উল্লেখ করা হল:

এক: মানব প্রকৃতির দলিল: নশ্চয় ইসলামের দাওয়াত সুষ্ঠ মানবপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহতাআলার নমিনোক্ত বাণী সে দকিই ইশারা করছে: “অতএব একনষ্টি হয়ে নজিকে (সঠিকি) ধর্মে প্রতষ্টিতি কর। আল্লাহযে ফতিরতরে (সৃষ্টিগিত প্রকৃতির) উপর মানুষকে সৃষ্টি করছেন সেটোর উপর অটল থাক। আল্লাহর সৃষ্টিকে পরবির্তন করো না। এটাই সঠিকি ধর্ম; তবে অধিকাংশ মানুষ জানে না।”[সূরা রূম, আয়াত: ৩০]

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “প্রত্যকে শশি ফতিরতরে (সুষ্ঠ প্রকৃতির) উপর জন্মগ্রহণ করে। তার পতিমাতা তাকে ইহুদী বানায়, খ্রিস্টিান বানায় কথিবা অগ্নি উপাসক বানায়। যমেনভাবে একটি পশু শাবক নখিতভাবে জন্মগ্রহণ করে; তমেরা নবজাতক পশুতে কি কোন ত্রুটি পাও?”[সহি বুখারী (১৩৫৮) ও সহি মুসলমি (২৬৫৮)]

হাদসিরে বাণী: যমেনভাবে একটি পশু শাবক নখিতভাবে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ পরপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে ও



ত্রুটিমুক্তভাবে জন্মগ্রহণ করে। এরপর কান কাটা কথিবা অন্য যা কিছু ঘটে সেগুলো পশুটির জন্মের পরে ঘটে।

তদ্রূপ প্রত্যেকেই মানুষ ইসলামের প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। নঃসন্দেহে যা কিছু ইসলাম থেকে বচিযুতিসিটের তার প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যাওয়া। তাই আমরা ইসলামী বধি-বিধানের এমন কিছু পাই না যা মানবপ্রকৃতি বিরোধী। বরং ইসলামের যাবতীয় বশি়াস ও কর্ম সুষ্ঠু সুমম প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পক্ষান্তরে, ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম ও বশি়াসসমূহে প্রকৃতিবিরুদ্ধ বশি়াসসমূহ রয়েছে। একটু চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টি দিলেই এটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে।

দুই: বুদ্ধভিত্তিক দলিলসমূহ

শরিয়তের অসংখ্য দলিল বিবেকে সম্বোধন করে ও বুদ্ধগিরাহ্য দলিল-প্রমাণগুলোকে বিবেচনা আনার উপদেশে দিয়ে উদ্ধৃত হয়েছে এবং অনেকে দলিল আকলবানদরে ও বুদ্ধবানদরে প্রতি ইসলামের সত্যতার পক্ষে অকাট্য দলিলগুলো অনুধাবন করার আহ্বান জানিয়ে উদ্ধৃত হয়েছে। আল্লাহতাআলা বলেন: “এক মুবারক কতিব, এটা আমরা আপনার প্রতিনায়লি করছি, যাতো মানুষ এর আয়াতসমূহে তাদাব্বুর করে (গভীরভাবে চিন্তা করে) এবং যাতো বোধশক্তসিম্পন্ন ব্যক্তির উপদেশে গ্রহণ করে।” [সূরা সা’দ আয়াত: ২৯]

কাযী ইয়ায কুরআনে কারীমের মাজেজোর দকিগুলো তুলে ধরতে গিয়ে বলেন: “এর মধ্যে (কুরআনের মধ্যে) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বধি-বিধানের জ্ঞান, বুদ্ধভিত্তিক প্রমাণগুলো পশে করার পদ্ধতিসমূহ এবং অন্যান্য ধর্মের ফরিকাগুলোর বিরুদ্ধে প্রত্যুত্তর— শক্তিশালী প্রমাণ ও সুস্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে। যে দলিলগুলোর ভাষা সহজ, উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্ত। পরবর্তীতে বুদ্ধির দাবীদারেরো অনুরূপ দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে।” [আশশফি (১/৩৯০)]

ওহীর দলিলগুলোতে এমন কোন বশি়া অন্তর্ভুক্ত হয়নি বিবেকের কাছে যা অসম্ভব কথিবা বিবেকে যটোক অগ্রাহ্য করে। এমন কোন মাসালা আরোপ করেনি আপাতঃ বিবেকে যার বিরোধিতা করে কথিবা বুদ্ধভিত্তিক কোন মানদণ্ড যটোর সাথে সাংঘর্ষিক। বরং বাতলিপন্থীরা তাদের বাতলির পক্ষে যে মানদণ্ড নিয়ে এসছে সেটোক সঠিক প্রমাণ ও সুস্পষ্ট বুদ্ধভিত্তিক বশি়াষণের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহতাআলা বলেন: “তারা আপনার কাছে যে উপমা (সংশয়) পশে করুক না কেনে আমি আপনাকে সেটো প্রতিহত করার জন্য সত্য দিয়েছি এবং (ওটার চয়ে) উত্তমতর ব্যাখ্যা দিয়েছি।” [সূরা ফুরক্বান, আয়াত: ৩৩]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: “আল্লাহসুবহানাহু তাআলা সংবাদ দিচ্ছে যে, কাফরেরো তাদের বাতলির পক্ষে বুদ্ধভিত্তিক যে মানদণ্ড নিয়ে আসুক না কেনে আল্লাহতাকে সত্য দিয়েছেন এবং তাঁকে এমন বশি়াষণ, প্রমাণ ও উপমা দিয়েছেন; যা তাদের মানদণ্ডের চয়ে সত্যকে অধিক ব্যাখ্যাকারী, উন্মোচনকারী ও স্পষ্টকারী।” [মাজমুউল ফাতাওয়া (৪/১০৬)]

কুরআনে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের আরকেটি উদাহরণ হচ্ছে আল্লাহতাআলার বাণী: “তারা কি কুরআন অনুধাবন করে না; যদি এটি আল্লাহ্ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে আসত তাহলে তারা এতে বহু বৈপরীত্য দেখতে পতে” [সূরা নসিা, আয়াত: ৮২]

তাফসিরে কুরতুবীতে এসেছে: “প্রত্যেকে যবে ব্যক্তি বিশেষ কথা বলে তার কথাতো বৈপরীত্য পাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নহে। সটো তার ববিরণীতে, ভাষাতে; কথিবা তার ভাবরে গুণগত মান; কথিবা স্বববিরোধিতার ক্ষত্রে; কথিবা মথিযা (অসঠকি তথ্য)-র ক্ষত্রে। তই আল্লাহতাআলা কুরআন নাযলি করে তাদরেকে কুরআন অনুধাবনরে নব্বিদশে দলিলে। কনেনা তারা এতে কনেন বৈপরীত্য পাবে না— না এর ববিরণীতে, না এর ভাবে, না কনেন স্বববিরোধিতায়, আর না তাদরেকে অদৃশ্যরে কথিবা যা কছি তারা গোপন করে সগেলোর যবে সংবাদ দয়ো হয় সক্ষেত্রে কনেন মথিযা।” [আল-জামে লিআহকামলি কুরআন (৫/২৯০)]

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলনে: “অর্থাত্ যদি তা বানয়োট ও জাল হত, যমেনটি মূর্খ মুশরকিরো ও বর্ণচরো মুনাফকিরো বলে থাকে “তাহলে তারা এতে বহু বৈপরীত্য দেখতে পতে”। অর্থাত্ এটি বৈপরীত্য মুক্ত। অতএব এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযলিক্ত।” [তাফসিরুল কুরআনলি আযীম (১/৮০২) থেকে সমাপ্ত]

তনি: মোজাজাসমূহ ও নবুয়তরে নদির্শনাবলী:

নশ্চিয় আল্লাহতাআলা তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনকে মোজাজো, অলৌককি বযিয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নদির্শনাবলী দয়িে সাহায্য করছেন; যগেলো তার সত্যবাদতি ও তাঁর রসিলাতরে সঠকিতার প্রমাণ বহন করে। যমেন- চন্দ্র খণ্ডতি হওয়া, তাঁর সামনে খাবার ও পাথর কণার তাসবীহ পাঠ করা, তাঁর আঙুলরে মাঝখান থেকে পানরি প্রস্রবণ বরে হওয়া, তনি খাবারকে বাড়ানো ইত্যাদি মোজাজো ও নদির্শনগলো। যবে মোজাজোগলো অনকে মানুষ সচক্ষ্যে দেখেছেন ও প্রত্যক্ষ করছেন এবং সহহি বর্ণনাসূত্ররে মাধ্যমে যগেলো আমাদরে কাছপে পৌঁছেছে। যবে বর্ণনাসূত্রগলো অর্থগত মুতাওয়াতিররে পর্যায়ভুক্ত; যা একীন তথা নশ্চিতি জ্ঞান দয়ে। এর মধ্যে রয়েছে আব্দুল্লাহবনি মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণতি হাদিস তনি বলনে: “একবার আমরা রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাথে সফরে ছলাম। তখন পানরি সংকট হল। তনি বললনে: তোমরা অবশিষ্ট কনেন পানি থাকলে সটোর সন্ধান কর। তখন তারা একটি পাত্র নিয়ে এল তাতো একটু পানি ছিল। তখন তনি পাত্রটি ভেতরে তাঁর হাত ঢুকয়িে দলিলে। এরপর বললনে: আল্লাহর পক্ষ থেকে মূবারকময় পানি ও বরকত গ্রহণ করতে ছুটে আস। আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আঙুলরে মাঝ থেকে পানি প্রস্রবতি হচ্ছে। তনি আরও বলনে: যবে খাবারটি খাওয়া হচ্ছে আমরা সটোর তাসবহি পাঠ শুনতে পতোম।” [সহহি বুখারী (৩৫৭৯)]

চার: ভবষিযত বাণী:

এখানে ভবষিযত বাণী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে: ভবষিযতে সংঘটিতি হবে এমন যবে সব বযিয় বা ঘটনার কথা ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছ; চাই সবে সব ঘটনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জীবদ্দশায় ঘটুক কথিবা তাঁর মৃত্যুর পরে ঘটুক।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যতের যে বিষয়গুলোর কথা জানিয়েছেন সেগুলো তিনি যিভোবে বলছেন ঠিক সভোবেই সংঘটিত হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌তায়র কাছে ওহী পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে গায়বী কিছু বিষয় অবহতি করছেন যে বিষয়গুলো ওহীর মাধ্যম ছাড়া জানা সম্ভবপর নয়। এ ধরণের ভবিষ্যত বাণীর মধ্যে রয়েছে:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্‌সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না হজিযের ভূমি থেকে একটা আগুন বের হয়; যার ফলে বসরায় অবস্থানরত উটের গলা আলোকিত হয়ে যাবে।” [সহিহ বুখারী (৭১১৮) ও সহিহ মুসলিম (২৯০২)]

এই ঘটনাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাবে সংবাদ দিয়েছেন ঠিক সেইভাবে ৬৫৪ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর প্রায় ৬৪৪ বছর পরে। ইতিহাসবিদগণ এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যমেন- আবু শামা আল-মাকদসি তাঁর ‘যাইলুর রওয়াতাইন’ গ্রন্থে। তিনি এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি সংঘটনকালীন সময়ের আলমে। অনুরূপভাবে হাফযে ইবনে কাছরি তাঁর ‘আল-বাদিয়া ওয়ান- নহিয়া’ গ্রন্থে (৩/২১৯)। তিনি বলছেন: “এরপর ৬৫৪ সাল প্রবশে করে। এই সালে হজিযের ভূমি থেকে অগ্নি প্রকাশিত হয়। যার আলোতে বসরার উটের গলা আলোকিত হয়। ঠিক বুখারী-মুসলিমের হাদিসে যিভোবে উদ্ধৃত হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শাইখ ইমাম আল্লামা দ্বীনরে সূর্য আবু শামা আল-মাকদসি তাঁর ‘যাইল’ নামক গ্রন্থে ও উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যায়। তিনি এ তথ্য লিখেছেন হজিয থেকে দামসেকের প্রান্তে বহু পত্র থেকে। যে পত্রগুলোর সংখ্যা ছিল মুতাওয়াতির পর্যায়ে এবং এই পত্রগুলোতে এই অগ্নির প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ ও বের হওয়ার পদ্ধতি উল্লেখ ছিল।

আবু শামা যা উল্লেখ করেছেন সটোর সারমর্ম হল, তিনি বলছেন: এই বছর ৫ জুমাদাল আখরিতে মদনাতের অগ্নি বের হওয়া সম্পর্কে মদনিয়া থেকে দামসেকের কিছু পত্র এসেছে (মদনিবাসীর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)। ৫ ই রজবে লিখিত পত্রেরও সেই আগুন বহাল থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই পত্রটি আমাদের কাছে পৌঁছেছে ১০ ই শাবান। এরপর তিনি বলেন: বস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ৬৫৪ হিজরীর শাবান মাসের প্রথমদিকে মদনিয়া থেকে লিখিত পত্র দামসেকের পৌঁছে। উক্ত পত্রে মদনাতের বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটার উল্লেখ রয়েছে। যা সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমের সংকলিত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদিসটির সত্যায়ন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না হজিযের ভূমি থেকে একটা আগুন বের হয়; যার ফলে বসরায় অবস্থানরত উটের গলা আলোকিত হয়ে যাবে।” সে আগুনটি যারা সচক্ষু দেখেছেন তাদের মধ্য থেকে আমার কাছে আস্তাভাজন এমন এক ব্যক্তি জানিয়েছেন যে, তার কাছে এই মরমে খবর পৌঁছেছে যে, তাইমা (একটি স্থানের নাম)-তে এই আগুনের আলোতে পত্র লেখা হয়েছে। তিনি আরও বলেন: “ঐ রাতগুলোতে আমরা আমাদের বাড়ীতে ছিলাম। প্রত্যেকে ঘরে চরোগ ছিল। কিন্তু চরোগগুলো বড় হওয়া সত্ত্বেও এগুলোর কোন উত্তাপ ও শিখা ছিল না। বরং এটি ছিল আল্লাহর একটা নিদর্শন।” [সমাপ্ত]

পাঁচ: নবীজরি গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের সত্যতার অন্যতম বড় প্রমাণ হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং তিনি নিজেকে যে মহান চরিত্র, উত্তম স্বভাব, সুন্দর বৈশিষ্ট্য ও সুমহান গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন। যাহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুমহান চরিত্র ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে মানবীয় সর্ববোচ্চ স্তরে (কামালয়িততে) পৌঁছেছিলেন; যে স্তরে পৌঁছা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত কোন নবী ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়। যত প্রশংসনীয় আচরণ আছে তিনি সে দিকে আহ্বান জানিয়েছেন, সটোর নরিদশে দিয়েছেন, সটোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেন, নিজেকে সটোর উপর আমল করছেন। যত খারাপ আচরণ আছে সেগুলো থেকে তিনি নিষিদ্ধ করছেন, সতর্ক করছেন এবং নিজেকে সটো থেকে সবচেয়ে দূরে ছিলেন। এমনকি চরিত্রের উপর তাঁর অধিক গুরুত্বারোপ এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাঁর রসিলাত (মশিন) ও নবুয়তের দায়িত্বকে চরিত্র গঠন, সচরিত্রের প্রসার এবং জাহলী সমাজ যতটুকু চরিত্র নষ্ট করেছে সটো সংশোধন করা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিসে এসেছে যে, তিনি বলেন: “আমি সচরিত্রকে পূর্ণতা দিতে প্রেরিত হয়েছি।” [মুসনাদে আহমাদ (৮৭৩৯), হাইছামী ‘আল-মাজমা’ গ্রন্থে বলছেন: হাদিসটি আহমাদ বর্ণনা করছেন, হাদিসটির বর্ণনাকারীগণ সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারী। ইজলুন তার ‘কাশফু কফি’ গ্রন্থে হাদিসটির সনদকে সহিহ বলছেন এবং আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (২৩৪৯) হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

মোজাজো রাসুলের সত্যতার পক্ষে প্রমাণ। কেননা তিনি মানুষকে বলবনে যে, তিনি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত। তখন কিছু লোক তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে প্রমাণ দিতে বলবে। তাই আল্লাহ তাঁকে মোজাজো দিয়ে সাহায্য করেন। মোজাজো হচ্ছে অলৌকিক বিষয়। আবার কারো পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ বা মথিয়ায়ন না ঘটলেও মোজাজো দয়া হতে পারে। তখন সটো দয়া হয় রাসুলের অনুসারীদেরকে অবচিল রাখার জন্য।

ছয়: দাওয়াতের সার নরিয়াস:

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মূল দাওয়াত শরয়িতসদিহ ও সুষ্ঠু ববিকেগ্রাহ্য ভিত্তির উপর সঠিক আকদি-বিশ্বাস বনিরিমাণের মধ্যে সংক্ষিপ্ত। তার বিশ্বাসগুলো হচ্ছে- আল্লাহর প্রতি ঈমানের দিকে আহ্বান, উপাসনায় (উলুহিয়ত) ও প্রভুতবে (রুবুবিয়ত) তাঁর এককত্বের প্রতি ঈমান আনার প্রতি দাওয়াত। তথা উপাসনা পাওয়ার অধিকার এক উপাস্য ছাড়া অন্য কারো নয়। আর তিনি হচ্ছেন— আল্লাহ্ তাআলা। কেননা তিনিই হচ্ছেন— এই মহাবিশ্বের প্রভু, স্রষ্টা, মালিক, নিয়ন্ত্রণকারী, পরিচালনাকারী, নরিদশেদাতা। যনি কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক। যনি সকল সৃষ্টিকুলের জীবিকার মালিক। অন্য কটে এতে তাঁর সাথে অংশীদার নয়। তাঁর সমকক্ষ বা তাঁর অনুরূপ কটে নাই। তিনি অংশীদার, সমকক্ষ ও সমতুল্য থেকে পবিত্র। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “বলুন: তিনি আল্লাহ, তিনি এক। আল্লাহ: সবাই যার মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কটে জন্ম দেননি। আর তাঁর সমকক্ষ কটে নাই।” [সূরা আল-ইখলাছ, আয়াত ১-৪]

তিনি আরও বলছেন: “বলুন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার কাছে ওহী আসে যে, তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য। অতএব, যে তার প্রভুর সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকাজ করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকে অংশীদার না

করে।”[সূরা কাহাফ, আয়াত: ১১০]

অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত হচ্ছে সব ধরণের শরিককে নসিহত করা এবং বাতিল যা কিছু উপাসনা করা হয় সে সব থেকে মানুষ ও জ্বনিককে মুক্ত করা। পাথর-পূজা, গ্রহ-নক্ষত্র-পূজা, কবর-পূজা, সম্পদ-পূজা, প্রবৃত্তি-পূজা, বশ্বিরে তাগুত ও শাসকদের পূজা; এ সব কিছুকে নাকচ করা। নশিচয় এটি হচ্ছে মানবজাতিকে দাসদের দাসত্ব থেকে মুক্তির দাওয়াত। তাদেরকে পটতলকিতার লাঞ্ছনা থেকে, তাগুতদের অবচার থেকে নশিক্তির ডাক। কুপ্রবৃত্তি ও বপেরোয়া কামনার শৃংখল থেকে মুক্তির আহ্বান। এই মুবারকময় দাওয়াত পূর্ববর্তী তাওহীদের (একত্ববাদদের) দিকে আহ্বানকারী রাসূলদের রসিলাতের সম্প্রসারণ ও সাব্যস্তকরণ হিসেবে গণ্য। এ কারণে ইসলাম সকল নবী ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার দিকে আহ্বান করে; তাদেরকে সম্মান করার সাথে সাথে এবং তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ হওয়া কতিবগুলোর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানায়। এ ধরণের দাওয়াত নশিন্দহে সত্য দাওয়াত।

সাত: সুসংবাদসমূহ:

পূর্ববর্তী নবীদের কতিবসমূহ দ্বীন ইসলাম ও নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সুসংবাদ বার্তা নিয়ে এসেছে। কুরআনে কারীম আমাদেরকে জানিয়েছে যে, তাওরাত ও ইঞ্জিলে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে সুস্পষ্ট সুসংবাদ বাণীসমূহ রয়েছে। এর মধ্যে কিছু সুসংবাদে পরসিকারভাবে তাঁর নাম ও বশেষ্ট্যের উল্লেখ আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “(এরা তো তারাই) যারা সেই রাসূল ও নরিক্ষর নবীর অনুসরণ করে যার কথা তারা তাদের তাওরাত ও ইঞ্জিলে লখিত পাচ্ছে। তিনি তাদেরকে ভালকাজ করার আদেশে দনে ও মন্দকাজ করতে নশিধে করেন, তাদের জন্য ভাল জনিসিকে বশে ও খারাপ জনিসিকে অবশে ঘোষণা করেন এবং তাদেরকে ভারমুক্ত ও শৃংখলমুক্ত করেন।”[সূরা আরাফ, আয়াত: ১৫৭]

তিনি আরও বলেন: “(স্মরণ করুন) মারয়ামের পুত্র ঈসা বলছিলেন, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে (প্রেরিত) আল্লাহর রাসূল, আমার পূর্বে যে তাওরাত (এসেছে) সেটাকে সত্যায়নকারী এবং এমন এক রাসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম আহমাদ।”[সূরা আছফ, আয়াত: ৬]

এখনও ইহুদী ও খ্রিস্টানদের গ্রন্থসমূহে (তাওরাত ও ইঞ্জিলে) এমন কিছু সুসংবাদ বাণী বদ্যমান যগুলো তাঁর আগমন ও তাঁর রসিলাতের সুসংবাদ দিয়ে এবং তাঁর কিছু গুণাবলী তুলে ধরে; এ সুসংবাদগুলো মুছে ফেলার ও বকিত করার অবরাম প্রচেষ্টা সত্ববেও। দ্বিতীয় ববিরণী (৩৩:২) তে এসেছে: “প্রভু সীনয় পর্বত হতে এলনে, সযীরের গোখুলি বলোয় যনে আলো উদতি হল। পারাণ পর্বত হতে যনে আলো জ্বলে উঠলো।”

মুজামুল বুলদান গ্রন্থে (৩/৩০১) এসেছে: ‘পারাণ’ একটি হিব্রু শব্দ। সেটাকে আরবীকরণ করা হয়েছে। এটি মক্কার একটি নাম; যা তাওরাতের উল্লেখিত হয়েছে। কারণে মতে, এটি মক্কার একটি পাহাড়ের নাম।



ইবনে মাকুলা বলেন:

বকররে পতি, নাসর বনি আল-কাসমে বনি কুয়াআ আল-কুয়াঈ, আল-পারাণী, আল-ইসকান্দারানী: আম শুনছে যি এটি (আল-পারাণী) পারাণ নামক পাহাড়ের দিকে সম্বন্ধীয়। আর এটি হচ্ছে হজিযরে একটি পাহাড়।

তাওরাতের এসছে:

“সদাপ্রভু সীনয় থেকে আসলিনে, সযীর হইতে তাহাদরে প্রতি উদতি হইলনে; পারাণ পর্বত হইতে আপন তজে প্রকাশ করলিনে”।

এখানে সীনয় থেকে আসা মানে মুসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলা। সযীর থেকে উদতি হওয়া: সযীর ফলিস্তিনেরে কিছু পাহাড়। উক্তির মান হচ্চে- ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি ইঞ্জিলি নাযলি করা। পারাণ পর্বত হতে আপন তজে প্রকাশ মান: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের উপর কুরআন নাযলি করা।[সমাপ্ত]

আট: কুরআনুল কারীম:

এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় মাজাজো এবং সর্বাধিক সুস্পষ্ট প্রমাণ। কয়ামত পর্যন্ত এটি সৃষ্টির উপর আল্লাহ তাআলার চূড়ান্ত প্রমাণ। এ কুরআনে চ্যালএঞ্জেরে কয়েকটি দিক সন্নিবেশিত হয়েছে: ভাষাগত চ্যালএঞ্জ, জ্ঞানগত চ্যালএঞ্জ, আইনপ্রণয়ন বিষয়ক চ্যালএঞ্জ এবং ভবিষ্যত ও অদৃশ্য বিষয়বস্তুর সংবাদ প্রদান।

পক্ষান্তরে, “তবে তারা অনুরূপ বাণী রচনা করুক; যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে...”। [সূরা তুর, আয়াত: ৩৪] এ বাণীর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা দাবী করছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনকে নিজেরে পক্ষ থেকে বানিয়ে বলছেন তাদের কথাকে খণ্ডন করা। কুরআন তাদেরকে অনুরূপ বাণী রচনা করার চ্যালএঞ্জ দিয়েছে; যদি তারা তাদের দাবীতে সত্যবাদী হয়। কনেনা তাদের এ দাবী অনবির্য করে যে, এটি মানুষেরে সক্ষমাতীন। যদি তা সঠিক হয় তাহলে কোন জনিস তাদেরকে অনুরূপ বাণী রচনায় বাধা দিচ্ছে যে, তারা সঠিক করতে অপরাগ। অথচ তারা হচ্ছে বাগ্মী এবং অলংকার শাস্ত্রেরে বশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কাফরেদেরে প্রতি অনুরূপ বাণী রচনা করে আনার চ্যালএঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন; যমেনটি কুরআনে এসছে: “বলুন, মানুষ ও জনিরো যদি এই কুরআনেরে অনুরূপ কোন গ্রন্থ তরী করার জন্য একত্রিত হয় এবং একে অপরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ গ্রন্থ তরী করতে পারবে না।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৮৮]

তনি তাদেরকে অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করার চ্যালএঞ্জও দিয়েছেন; যা গ্রহণ করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। কুরআনে এসছে: “নাকি তারা বলে যে, এই কুরআন স (মুহাম্মদ) নিজেরে বানিয়েছে? বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তোমরাও এর অনুরূপ দশটি সূরা বানিয়ে আন এবং (এ কাজে সাহায্যের জন্য) আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে লও।” [সূরা হুদ, আয়াত: ১৩]

তাদেরকে অনুরূপ একটি সূরা রচনার চ্যালেঞ্জও দ্যো হয়ছে; যা গ্রহণ করতে তারা ব্যর্থ হয়ছে। কুরআনে এসছে: “আর আমি আমার বান্দার ওপর যা নাযলি করছি (অর্থাৎ কুরআন) সে সম্বন্ধে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তাহলে (নজিরো) তার আদলে একটি সূরা রচনা করে দেখোও এবং আল্লাহ্‌ব্যতীত তোমাদের সাক্ষীদেরকে (অথবা সাহায্যকারীদেরকে) ডাক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৩]

কুরআন রচনা করতে না পারার যে চ্যালেঞ্জ দ্যো হয়ছে সেটো কোন ববিচেনা থেকে এ ব্যাপারে আলমেগণ একাধিক মত পশে করছেন। সর্ব্বাধিক ভাস্বর অভিমিত হচ্ছ যে আলুসী বলছেন: “সমগ্র কুরআন কহিবা এর অংশ বশিষে এমনকি সেটো ছোট্ট একটি সূরাও যদি হয় এর দ্বারা চ্যালেঞ্জ দ্যো হয়ছে— এর বনিয়াস, ভাষাগত অলংকরণ, অদৃশ্যরে সংবাদ প্রদান, ববিকে-বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম মরমরে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার দিক থেকে। কখনও এ সবগুলো বশিয় এক আয়াতরে মধ্যহে ফুটে ওঠে। আবার কখনও কিছু বশিয় প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে; যমেন অদৃশ্যরে সংবাদ দানরে বশিয়টি। এতে দোষরে কিছু নহে। যতটুকু অটুট আছে ততটুকুই যথেষ্ট এবং উদ্দেশ্য হাছলিরে জন্য পর্যাপ্ত।” [রুহুল মাআনী (১/২৯) থেকে সমাপ্ত]

পূর্ববোক্ত প্রত্যকেটি সামগ্রিক সূত্ররে অধীনে অনকে বসিতারতি দললি রয়ছে। কন্টি, এখান সেগুলো আলোচনা করার যথেষ্ট সুযোগ নহে। বরং যথায়থ স্থান থেকে সেগুলো জনে নয়োটাই ভাল। প্রত্যকে মুসলমিরে প্রতি উপদশে হচ্ছ— কুরআন-হাদসিরে জ্ঞান অর্জন করা, সহি আকদির বই-পুস্তক পড়া, দ্বীনি বশিয় জানা; যাতে করে ব্যক্তরি ইসলাম সুশোভতি হয় এবং ইলমরে ভিত্তিতে সে তার প্রভুর ইবাদত করতে পারে।

আল্লাহ্‌ই সর্ব্বজ্ঞ।